এমকাল

তারিখ 14 JUN 2017
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

জাবির পরিস্থিতি নিয়ে বিশিষ্ট নাগরিকদের উদ্বেগ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সংস্কৃতিকর্মীসহ বিশিষ্ট নাগরিকরা। গতকাল মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে তারা বলেছেন, ২৬ মে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে দুর্ঘটনায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন ছাত্রের মৃত্যু এবং ক্যাম্পাসে জানাজার আয়োজন না করতে দেওয়ায় অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। পরে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালিয়ে কয়েকজনকে আহত করা ছাড়াও ছয় ঘণ্টারও বেশি সময় উপাচার্যের সাক্ষাতের আশায় বসে থাকা ৪২ শিক্ষার্থীকে গভীর রাতে পুলিশ গ্রেফতার করে। ৪৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। এই পরিস্থিতিতে তারা গভীরভাবে মর্মাহত।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের অভিভাবকের ভূমিকা পালন করবেন– এটাই কাঙ্ক্ষিত। ঘটনা পরম্পরায় মনে হয় প্রশাসন শিক্ষার্থীদের প্রতি অভিভাবকসুলভ যথাযথ ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে। শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে উপাচার্যের বাসভবনে ভাংচুর ও দুর্ব্যবহারের যে অভিযোগ আনা হয়েছে, তারও তদন্ত, মীমাংসা অথবা শাস্তি প্রদান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যেই হতে পারত। এর জন্য বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীকে মামলার সম্মুখীন করা কিংবা কারাগারে পাঠানোর প্রয়োজন ছিল না। তারা বলেন, দুঃখজনক বিষয় হলো, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়ার পর শিক্ষার্থীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্থানীয় পুলিশ তাদের নানাভাবে হয়রানি করছে। এতে অভিভাবক ও শিক্ষার্থী সামাজিকভাবে অপদস্থ হচ্ছেন এবং টাকা আদায় ও হুমকি প্রদানের কথাও জানা গেছে। তারা আশা করেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন দ্রুত মামলা তুলে নেবে, আহতদের চিকিৎসার ব্যয় বহন করবে এবং শিক্ষার্থীদের ন্যায্য দাবি মেনে নেবে।

বিশিষ্ট নাগরিকরা হচ্ছেন– অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ড. হামিদা হোসেন, সৈয়দ আবুল মকসুদ, হাসান আজিজুল হক, সুলতানা কামাল, অধ্যাপক আহমেদ কামাল, খুশী কবির, অধ্যাপক স্বপন আদনান, শিরীন হক, শহীদুল আলম, ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া, অধ্যাপক ফাহমিদুল হক, অধ্যাপক সামিনা লুৎফা, হাসনাত কাইয়ুম, অরূপ রাহী, অধ্যাপক তানজিমউদ্দীন আহমেদ এবং মোশাহিদা সুলতানা।